Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরত ও ফযীলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

জুবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রীনা সুলতানা

রোলঃ ২১৫০০০৩৩

৭ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরত ও ফযীলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

জুবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রীনা সুলতানা

রোলঃ ২১৫০০০৩৩

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "নামাজের গুরত ও ফযীলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রীনা সুলতানা, আইডিঃ ২১৫০০০৩৩ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

জুবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "নামাজের গুরত ও ফযীলত" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের জুবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

রীনা সুলতানা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

রীনা সুলতানা

আইডিঃ ২১৫০০০৩৩

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
সালাতের পরিচয়	৬
সালাতের সংজ্ঞা	৬
কুরআন ও হাদীসে সালাত	৬
সালাতের প্রকারভেদ	৭
সালাতের নিষিদ্ধ সময়	৭
(নফল) সালাতের মাকরূহ সময়	৮
সালাতের মূল সময়	১০
সালাত শুরুর পূর্ব-শর্ত	১২
সালাত শুরু করার পরবর্তী শর্ত	১৩
সালাতের ওয়াজিবসমূহ	১৩
সালাতের সুন্নাতসমূহ	১৪
রুকুর সুন্নাত	১৫
সিজদার সুন্নাত	১৫
সালাত ভঙ্গের কারণ	১৬
সালাতের মাকরুহ কাজ	১৭
বিতির সালাতের আহকাম	১৭
বিতির সালাতের রাকাআত সংখ্যা	১৮
বিতির সালাত পড়ার পদ্ধতি	১৮
প্রাসঙ্গিক কিছু মাসআলা	১৯
সুন্নাত/নফল সালাতের আহকাম	১৯
তাহিয়্যাতুল মসজিদের সালাত	২০
তাহিয়্যাতুল ওযুর সালাত	২০
ইশরাকের সালাত	২১
চাশতের সালাত	২১
আওয়াবীন সালাত	২১
কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদের সালাত)	২২
কুসুফ (সূর্যগ্রহণ) এবং খুসুফ (চন্দ্রগ্রহণ) এর সালাত	২৩
ইস্তিখারার সালাত	২৩

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
সালাতুত তাসবীহ	২৪
সালাতুল হাজত	২৫
নামায : মুমিনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল	২৫
নামাযের গুরুত্ব	২৬
নামাযের ফায়দা	২৮
নামাযে অবহেলা	২৯
হাদীস শরীফে নামায প্রসঙ্গ	৩০
সাহাবীদেরকে নামাযে উৎসাহদান	৩১
নবীজীর নামায	৩২
সাহাবায়ে কেরামের কাছে নামাযের গুরুত্ব	৩৩
তাবিয়ীন ও তাবে তাবিয়ীন যুগে	৩৪

সালাতের পরিচয়

সালাত আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো- দোয়া করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, দরূদ পাঠ করা, রহমত, ইত্যাদি।

সালাতের সংজ্ঞা

কিছু পাঠ ও কিছু কাজ এর সমন্বয়ে বিশেষ একটি ইবাদত; যা নির্ধারিত শর্তাবলী সহিত আদায় করা হয়, যা তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে শুরু করতে হয়; সালামের মাধ্যমে শেষ হয়। তাকে সালাত বলা হয়।

কালেমায়ে শাহাদাতের পর ইসলামের অন্যতম দ্বিতীয় রুকন হলো সালাত। এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

কুরআন ও হাদীসে সালাত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

‘আর দিনের দুই প্রান্তের সালাত ঠিক করে রাখবে এবং রাতের প্রান্তভাগে পূর্ণ কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের অন্য এটি এক মহা স্মারক’। (সূরা হুদ, ১১৪)

‘তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের’।

(সূরা আল-বাকারাহ, ২৩৮)

‘সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর সন্ধ্যায়, প্রভাতে এবং অপরাহ্নে ও যোহরের সময়। আর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁরই’।

(সূরা রূম, ১৭-১৮)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

'ইসলাম পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত: আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সা আল্লাহর রাসূল –এ সাক্ষ্য দেওয়া, সালাতা প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, সাওম পালন করা এবং বাইতুল্লাহ-এর হজ্ব করা'। (সহীহ বুখারী, ০৮; সহীহ মুসলিম, ১৬)

যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায় তখন সে আলাহর সাথেই নিভৃতে আলাপ করে। (সহীহ বুখারী, ৩৯০)

সালাতের প্রকারভেদ

সালাতকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা যায়,

১। রুকু-সেজদা বিশিষ্ট

২। রুকু-সেজদা বিহীন

রুকু-সেজদা বিশিষ্ট সালাতের মধ্যে আছে প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং অন্যান্য ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল সালাত। আর রুকু সেজদা বিহীন সালাত হলো জানাযার সালাত।

সালাতের নিষিদ্ধ সময়

তিন সময়ে সালাত নিষেধ হওয়ার বিষয়ে সমস্ত ইমামদের ঐক্যমত হয়েছে।

উকবা বিন আমের জুহানী রাযি বলেন,

'তিন সময়ে রাসূল (সা.) আমাদের সালাত পড়তে এবং মৃতের দাফন করতে নিষেধ করতেন। সূর্য উদয়ের সময়; যতক্ষণ না তা পুরোপুরি উঁচু হয়ে যায়। সূর্য মধ্যাকাশে

অবস্থানের সময় থেকে নিয়ে তা পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত। যখন সূর্য অস্ত যায়'। (সহীহ মুসলিম, ১৩৭৩)

(নফল) সালাতের মাকরূহ সময়

সুবহে সাদিকের পর ফজরের ফরজ সালাতের আগে দুই রাকাআত সুন্নাত ছাড়া অন্যান্য নফল সালাত পড়া মাকরূহ। অতএব ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার পর তাহিয়্যাতুল অজু বা দুখুলুল মসজিদ পড়া অনুচিত।

- ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত সব ধরণের নফল সালাত পড়া মাকরূহ। আবার আসরের সালাতের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সালাত পড়া মাকরূহ।
- বিঃ দ্রঃ পূর্বের প্রত্যেকটি মাকরূহ সময়ে কাযা সালাত, জানাযার সালাত এবং সিজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করা মাকরূহ নয়।
- কেউ যদি ওই দিনের আসরের সালাত সঠিক সময়ে পড়তে না পারে তাহলে সূর্যাস্তের আগে হলেও তা পড়ে নিতে হবে। কাযা করা যাবে না। কারণ,

  রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন-

  'যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের এক রাকাত পেল সে আসরের সালাত পেল'। (নাসায়ি ৫১৮)
- মাগরিবের সালাতের আযানের পর থেকে মাগরিবের সালাত পড়ার পূর্বে নফল সালাত পড়া মাকরূহ।

  মহানবী (সা.) বলেছেন,

  'প্রতিটি দুই আযান এর মাঝে নফল সালাত আছে তবে মাগরিবের সালাত ছাড়া'। (বায়হাকী ৫১৭২)

- উল্লেখ্য, এটি হচ্ছে ফিকহে হানাফী অনুযায়ী সালাতের হুকুম। অন্যান্য ফিকহী মাযহাবে এ সময় সালাতের সুযোগ রয়েছে।
- ইমাম যখন জুমআ অথবা ইদের খুতবার জন্য বের হন, তখন থেকে ফরয সালাত থেকে ফারেগ হওয়ার পর্যন্ত নফল সালাত পড়া মাকরূহ।
- সালাতের ইকামত শুরু হয়ে গেলে ফরয ছাড়া অন্য সালাত পড়া জায়েয নয়। যেমন, আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণির, রাসূল (সা.) বলেন,

  'যখন সালাত শুরু হয় তখন ফরয সালাত ছাড়া আর কোনো সালাত পড়া জায়েয নয়'। (তিরমিজী ৪২১)

বিঃ দ্রঃ তবে ফজরের সুন্নাতের অত্যাধিক গুরুত্বের কারণে ইকামতের পরও তা আদায় করার কথা বলা হয়েছে, বিশেষ করে যদি ফজরের দ্বিতীয় রাকাত পাওয়ার পুরোপুরি সম্ভাবনা থাকে।

- ইদের সালাতের আগে এবং পরে নফল সালাত পড়া মাকরুহ।
- আরাফার ময়দানে, বিশেষ করে হজ্বযাত্রীদের জন্য যোহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়ে নফল সালাত পড়া মাকরুহ। মুজদালিফায় বিশেষ করে হজ যাত্রীদের জন্য মাগরিব এবং এশার মাঝে নামাজ পড়া মাকরুহ।
- খুব ক্ষুধা অথবা খাবারের প্রতি তীব্র চাহিদা হলে ওই অবস্থায় নফল সালাত পড়া মাকরূহ। কেননা এর ফলে খাবারের সঙ্গেই মন লেগে থাকবে, সালাতের সঙ্গে নয়।
- পশ্রাব-পায়খানা ও বায়ু চাপ নিয়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ।
- এমন কোনো বস্তুর উপস্থিতিতে, যে বস্তু সালাত থেকে বিমুখকারী এবং খুশু-খুজতে ব্যাঘাত করতে পারে, এ অবস্থায় সালাত আদায় করা মাকরূহ।

সালাতের মূল সময়

ফজর সালাতের সময়

ওয়াক্তের শুরু- সুবহে সাদিকের পর থেকে সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত ফজরের সালাতের সময় থাকে।

ওয়াক্তের শেষ- সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ফজরের সালাতের সময় শেষ হয়ে যায়।

যোহরের সালাতের সময়

ওয়াক্তের শুরু- ঠিক দ্বিপ্রহরের পর সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার সাথে সাথে যোহরের সালাতের সময় শুরু হয়।

ওয়াক্তের শেষ- যোহরের ওয়াক্তের সমাপ্তি ও আসরের ওয়াক্ত নিয়ে আলেমদের মধ্যে দ্বিমত আছে। মালিকি, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবের মত, মধ্যাহ্নে কোনো বস্তুর যে ছাড়া থাকে সেটিকে বাদ দিয়ে বস্তুর ছাড়া যখন তার দৈর্ঘ্যের সমান হয় তখন যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয় এবং আসরের সময় শুরু হয়ে যায়। আর ইমাম আবু হানিফার অভিমত, বস্তুর ছায়া যখন তার দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হয়ে যায় তখন যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে এবং আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। যেহেতু এই ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, যেকোনো একটি মত গ্রহণ করে নামাজ আদায় করলেই হয়ে যাবে, ইনশাল্লাহ।

আসরের সালাতের সময়

ওয়াক্তের শুরু- যোহরের সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়।

ওয়াক্তের শেষ- অতঃপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের সময় থাকে। তবে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার পর আসর আদায় করা মাকরূহ তাহরীমী।

মাগরিবের সালাতের সময়

ওয়াক্তের শুরু- সুর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে মাগরিবের সময় শুরু।

ওয়াক্তের শেষ- পশ্চিম আকাশে লাল রং দৃষ্টিগোচর হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাজ পড়া যায়।

মাগরিবের সালাত আযান হওয়ার সাথে সাথেই আদায় করা উত্তম। বিনা ওজরে এর থেকে বেশি বিলম্ব করা মাকরূহ।

এশার সালাতের সময়

ওয়াক্তের শুরু- মাগরিবের সালাতের সময় শেষ হওয়ার পরই এশার ওয়াক্ত শুরু হয়।

ওয়াক্তের শেষ- সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত এশার ওয়াক্ত থাকে। তবে রাতের এক তৃতীয়াংশ দেরি করে এশার সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। বিনা ওজরে অর্ধরাতের পর এশার সালাত পড়া মাকরূহ।

বিতিরের সময়

ওয়াক্তের শুরু- বিতিরের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয় এশার পর।

ওয়াক্তের শেষ- ফজরের ওয়াক্ত শুরু হলে বিতিরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। তবে শেষ রাতে বিতির প্রলম্বিত করা মুস্তাহাব।

তাহাজ্জুদের সময়

ওয়াক্তের শুরু- এশার সালাতের পরই তাহাজ্জুদ পড়ে ফেলা যায়।

ওয়াক্তের শেষ- ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত তাহাজ্জুদ পড়ার সময় থাকে। তবে তাহাজ্জুদ পড়ার সবচেয়ে উত্তম সময় হলো রাতের শেষ প্রহরে।

সালাতের মুস্তাহাব সময়

- ফজরের সালাত, আকাশ কিছুটা ফর্সা হলে পড়া মুস্তাহাব। যেমন, মহানবী (সা.) বলেছেন,

  ‘ভোরের আলো প্রকাশিত হলে ফজর আদায় করবে। কারণ এতে তোমাদের জন্য অত্যাধিক সওয়াব রয়েছে’।

- গ্রীষ্মকালে দুপুরের পর দিন কিছুটা শীতল হলে, যোহরের নামাজ পড়া মুস্তাহাব। রাসূল (সা.) বলেছেন,

  ‘যখন গরমের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, তখন গরম কমলে এরপর সালাত আদায় করবে’।

- আসরের সালাত দেরি করে পড়া মুস্তাহাব। তবে, সূর্য উজ্জল থাকতে থাকতে পড়ে ফেলতে হবে।
- মেঘাচ্ছন্ন দিনে তাড়াতাড়ি আসরের সালাত পড়াও মুস্তাহাব।
- মাগরিবের সালাত তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব।
- এশার সালাত রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশে পড়া মুস্তাহাব।
- মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করতান, তাহলে তাদেরকে এশার সালাত রাতের প্রথম এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধরাত পর্যন্ত দেরি করে আদায়ের নির্দেশ দিতাম’।

সালাত শুরুর পূর্ব-শর্ত

ক- সালাতের ওয়াক্ত হওয়া। সালাতের ওয়াক্ত বা সময়ের মাঝেই নামাজ পড়তে হবে, এর বাইরে পড়া জায়েয নয়।

খ- পবিত্রজা অর্জন করা সালাতের পুর্ব শর্ত। সালাত আদায়ের আগে শরীরকে পাক-পবিত্র রাখতে হবে। অজু না থাকলে অজু করে নিতে হবে। পানি না থাকলে তায়াম্মুম করতে হবে।

গ- সালাত যে স্থানে পড়া হবে সে স্থানটি পবিত্র হতে হবে।

ঘ- ইসলামে নারী পুরুষের জন্য আলাদা সতর রয়েছে। নামাজের সময় অবশ্যই সতর বা শরীর ঢেকে রাখতে হবে। নারীদের অবশ্যই পর্দারত অবস্থায় নামাজে দাড়াতে হবে।

ঙ- নামাজের সময় অবশ্যই কেবলামূখী হয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে হবে।

চ- সালাতের নিয়ত করা। সালাত আদায়ের পুর্বে অবশ্যই মনে মনে নিয়ত করতে হবে যে, আমি এখন এই ওয়াক্তের সালাতটি আদায় করছি। হাদিসে এসেছে, ‘নিশ্চই আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের উপর নির্ভর করে’। এখানে মুখে নিয়ত বলা বিবেচ্য নয়। অন্তরে নিয়ত থাকলেও হবে।

সালাত শুরু করার পরবর্তী শর্ত

- দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বলতে হবে।
- দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে হবে।
- কেরাআত বা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু তেলাওয়াত করতে হবে।
- নামাজের ভেতর প্রতি রাকআতে একটি করে রুকু করতে হবে।
- সালাতে প্রত্যেক রাকাতে দুটি সেজদা করা ফরজ।
- সালাতের রাকাআত সমুহ পালন করার পর তাশাহুদ পর্যন্ত পড়তে যে সময় প্রয়োজন সে পর্যন্ত বসা ফরজ।

সালাতের ওয়াজিবসমূহ

সালাতের কিছু বিষয় রয়েছে যা পালন করা আবশ্যক। তবে তা ফরজ নয়, আবার সুন্নাতও নয়। ফরজের পরই ওয়াজিবের স্থান। ইচ্ছাকৃতভাবে সালাতের কোনো ওয়াজিব বাদ দিলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। ভুলবসত বাদ দিলে ‘সিজদায়ে সাহু’ দিতে হবে।

- সূরা ফাতিহাকে অন্য সূরার আগে পাঠ করা ওয়াজিব।
- ফরজ নামাজে প্রথম দুই রাকাআতকে কিরাতের জন্য নির্ধারিত করে রাখা ওয়াজিব।
- ফজর, মাগরিব, এশা, জুমআ এবং দুই ইদের নামাজে জোরে কিরাত পাঠ করা ওয়াজিব। একই ভাবে যোহর এবং আসরের নামাজে কিরাত নীরবে পাঠ করা ওয়াজিব।
- বিতরের সালাতের শেষ রাকাতে দুআ কুনুত পাঠ করা ওয়াজিব।
- রুকু থেকে সোজা হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ানো ওয়াজিব।
- দুই সেজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা এবং কিছুক্ষণ দেরি করা ওয়াজিব।
- সালাতের বৈঠকের সময় তাশাহুদ পাঠ করা ওয়াজিব।

সালাতের সুন্নাতসমূহ

সালাত আদায়ের সময় বেশ কিছু সুন্নাত আছে, যা আমাদের নবী (সা.) পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলো পালন করলে রয়েছে প্রচুর নেকি কিন্তু না করলে গুনাহ নেই। এমন কিছু সুন্নাত হলো-

- তাকবীরে তাহরীমার সময় পুরুষের জন্য হাত কান পর্যন্ত ওঠানো এবং নারীদের জন্য হাত কাধ পর্যন্ত ওঠানো।
- দাঁড়ানো অবস্থায় পুরুষের জন্য দুই পায়ের মাঝে চার আঙুল পরিমাণ ফাঁকা স্থান রাখা। নারীদের জন্য দুই পা মিলিয়ে দাঁড়ানো।
- দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের কবজির উপর রাখা। চোখ নিচের দিকে রাখা

- শুরুতে ছানা এবং আউজুবিল্লাহ পাঠ করা।
- বিছমিল্লাহ নীরবে পড়া।

রুকুর সুন্নাত

- রুকুর ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য মাথা এবং পিঠ সমান রাখা সুন্নাত, নারীদের জন্য পুরোপুরি না ঝুঁকে রুকু করা সুন্নাত।
- রুকুর সময় পুরুষের জন্য হাটুতে হাত রেখে আঙুলের মাঝে ফার রাখা সুন্নাত, নারীদের ক্ষেত্রে আঙুল মিলিয়ে রাখা সুন্নাত।
- রুকুতে কমপক্ষে তিনবার তাসবিহ পড়া সুন্নাত।
- রুকু থেকে দাড়ানোর সময় 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলা সুন্নাত।

সিজদার সুন্নাত

- সিজদার সময় প্রথমে দুই হাটু, এরপর দুই হাত এবং সবশেষে মাথা লাগানো সুন্নাত।
- সিজদার সময় হাত ও পায়ের আঙুল মিলিয়ে রাখা সুন্নাত।
- দুই হাতের মাঝে সিজদা দেয়া সুন্নাত।
- প্রতি সেজদায় কমপক্ষে তিনবার তাসবীহ পাঠ করা সুন্নাত।
- দুই সেজদার মাঝে বসা অবস্থায় দোয়া পাঠ করা সুন্নাত।
- তাশাহুদ পড়ার সময় সাহাদাত আঙুল দ্বারা ইশারা করা সুন্নাত।
- শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দুরূদ ও দোয়া-ই মা সূরা পড়া সুন্নাত।

- সালাম ফেরানোর ক্ষেত্রে প্রথমে ডান পাশে এবং পরে বাঁ পাশে সালাম ফেরানো সুন্নাত।

সালাত ভঙ্গের কারণ

কিছু কাজ আছে যা নামাজের ভেতর করলে নামাজ সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে নামাজ পুনঃরায় আদায় করে নিতে হবে। এমন কিছু কাজ হলো-

- অশুদ্ধভাবে কিরাআত পাঠ করা।
- নামাজ বহির্ভুত কথাবার্তায় লিপ্ত হওয়া।
- নামাজের ভেতর উহ-আহ শব্দ করা।
- নামাজ পড়া অবস্থায় সালামের উত্তর দেয়া অথবা হাচির জবাব দেয়া।
- কারণ ছাড়া নামাজের ভেতর কাশি দেয়া।
- নামাজের ভেতর শব্দ করে কাঁদা অথবা শব্দ করে হাসা।
- নামাজের ভেতর খাওয়া এবং পান করা।
- নামাজে কুরআন শরীফ দেখে তেলাওয়াত করা।
- তিন তাসবীহ পরিমান সময় পর্যন্ত সতর খোলা রাখা।
- নাপাক জায়গায় সেজদা করা।
- কিবলার দিক থেকে সিনা ঘুরে যাওয়া ইত্যাদি।

সালাতের মাকরুহ কাজ

- নামাজরত অবস্থায় কাপড় নিয়ে খেলা করা।
- নামাজে আঙুল ফোটানো।
- দাঁড়ানো অবস্থায়া কোমরে হাত রাখা।
- মাটি লেগে যাওয়ার ভয়ে কাপড় হেফাজত করা।
- নামাজের মধ্যে হাই তোলা।
- চোখ বন্ধ রাখা।
- খোলা মাথায় নামাজ পড়া।
- মানুষ অথবা জীব-জন্তুর পোশাকে নামাজ পড়া।
- সালাতের কোনো সুন্নাত পরিত্যাগ করা।

বিতির সালাতের আহকাম

পরিচয় ও হুকুম

বিতির শব্দটি আরবী। এর অর্থ হচ্ছে বিজোড়। এই সালাত তিন রাকআত বিধায় এটিকে বিতির বলা হয়।

ফিকহে হানাফী অনুযায়ী- এক সালামে; তিন রাকাআতে বিতির সালাত ওয়াজিব। অনেকটা মাগরিবের সালাতের মত। বিতির সালাত কোনো কারণে আদায় না করতে পারলে পরবর্তীতে কাযা আদায় করা ওয়াজিব।

ওয়াক্ত- বিতির এর সময় শুরু হয় এশার নামাজের পর থেকে এবং শেষ হয় ফজরের আযান এর সময়।

বিতির সালাত বিলম্বিত বা দেড়ি করে পড়া মুস্তাহাব। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়শা (রা) বলেন,

‘নবী করীম (সা.) রাতের প্রথম, মধ্য এবং শেষভাগে বিতির আদায় করেছেন। তবে ইন্তেকালের আগে তিনি বিতির সালাত সেহেরীর শেষ সময়ে আদায় করেছেন’।

বিতির সালাতের রাকাআত সংখ্যা

বিতির সালাত তিন রাকআত। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়শা (রা) বলেন,

‘নবী সা রমযানের বাইরে ও রমযানে এগারো রাকাতের বেশি পড়তেন না...এরপর তিনি তিন রাকআত নামাজ (বিতির) পড়তেন’।

আয়শা (রা) আরো বলেছেন, ‘নবী (সা.) বিতিরের দ্বিতীয় রাকআতে সালাম ফেরাতেন না’।

বিতির সালাত পড়ার পদ্ধতি

বিতির এর প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা মিলাতে হবে। এরপর অন্যান্য সালাতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকআতে বৈঠক করতে হবে। এরপর তৃতীয় রাকআতে সূরা মিলানোর পর ‘আল্লাহু আকবার’ বলে রুকুতে না গিয়ে হাত বেধে এরপর দোয়া কুনুত পাঠ করতে হবে। সবশেষে, মাগরিবের সালাতের ন্যায় রুকুতে গিয়ে তৃতীয় রাকআতে বৈঠক করে সালাম ফেরাতে হবে।

হাদিসে এসেছে, মহানবী (সা.) বিতিরের তিন রাকআতে সূরা ফাতিহার পর যথাক্রমে- সূরা আলা, কাফিরুন এবং সূরা ইখলাস পাঠ করতেন।

প্রাসঙ্গিক কিছু মাসআলা

- দোয়া কুনুত পড়তে ভুলে গিয়ে যদি কেউ রুকুতে চলে যায়; তাহলে ফিরে আসা দরকার নেই। তাশাহুদের পর সাহু সেজদা দিলেই হয়ে যাবে।
- কেউ যদি রুকু থেকে উঠে দোয়া কুনুত পাঠ করে তাহলে দ্বিতীয় বার আর রুকু করবে না। সোজা সেজদায় যাবে এবং সাহু সেজদা করবে।
- জামাতে থাকা অবস্থায়; ইমাম সাহেবের কুনুত আগে শেষ হলে মুসল্লি ইমামকে অনুসরন করবে এবং কুনুত শেষ না করেই রুকু করবে।

সুন্নাত/নফল সালাতের আহকাম

নফল সালাতে পরিচয়

নফল সালাত বলা হয় এমন সালাতকে, যা ফরজ অথবা ওয়াজিব কোনোটাই নয় এবং যা অতিরিক্ত হিসেবে পড়া হয়। মোটা দাগে, ফজর এবং ওয়াজিব নয় এমন সকল নামাজকে নফল বলা যায়। সেক্ষেত্রে আমরা ফরজ নামাজের আগে ও পরে যে সুন্নাত আদায় করি তাও এক প্রকার নফল বা অতিরিক্ত নামাজ।

নফল নামাজের ফজিলত

নফল সালাত; ফরজ সালাতের ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ হিসেবে কাজ করে। হাদিসে এসেছে, 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব হবে। সেদিন যাদের ফরজ নামাজ অপূর্ণাঙ্গ থাকবে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা বলবেন, দেখ, আমার বান্দার কোনো নফল নামাজ আছে কিনা। থাকলে সেটা ফরজের স্থানে লিখে দাও'।

সুতরাং সুন্নাত ও নফল নামাজের ফজিলত অত্যাদিক। বিশেষ করে যাদের জীবনে প্রচুর নামাজ কাযা হয়েছে তাদের জন্য।

তাহিয়্যাতুল মসজিদের সালাত

নামাজের উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রবেশ করে, বসার পূর্বে দুই রাকআত অতিরিক্ত নামাজ পড়ে নেয়া কে তাহিয়্যাতুল মসজিদের সালাত বলা হয়।

যেমন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন বসার পূর্বে দুই রাকআত সালাত পড়ে নেয়’।

উল্লেখ্য, যে সব সময়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ সে সময় বাদে বাকি সময়গুলোতে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা সুন্নাত। তবে কেউ যদি তাহিয়্যাতুল মসজিদের নিয়ম করে ওযুর পর পরই ইমামের সাথে ফরযে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তাঁর সওয়াব আদায় হয়ে যাবে।

তাহিয়্যাতুল ওযুর সালাত

ওযু করার পর দুই রাকআত অতিরিক্ত সালাত আদায় করাকে তাহিয়্যাতুল ওজু বলা হয়। ওযু করার ঠিক পরপরই এই নামাজ আদায় করতে হবে।

মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘যে মুসলিম সুন্দরভাবে ওযু করে তারপর দাঁড়িয়ে দেহ ও মনকে আল্লাহর প্রতি সপে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে সে জান্নাতে যাবে’।

তাহিয়্যাতুল ওযুর ফজিলত অনেক। মহানবী (সা.) মেরাজ থেকে ফিরে বেলাল (রা) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘তুমি কী এমন বিশেষ আমল কর, আমি মেরাজ এ গিয়ে তোমার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছি’। বেলাল (রা) তখন বলেছিলেন, আমি সব সময় ওযু অবস্থায় থাকি। ওযু ছুটে গেলে আবার ওযু করে নেই এবং দুই রাকআত নামাজ আদায় করি।

ইশরাকের সালাত

ফযরের সালাতের পর সেই স্থানে বসে, জিকির আযকার, দুআ দুরূদ, ইস্তিগফার, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি করতে থাকা। দুনিয়াবি কোনো কথা না বলা। এভাবে যখন সূর্য উদিত হয় তার ১০-১২ মিনিট পর দুই অথবা চার রাকআত নামাজ আদায় কে ইশরাকের সালাত বলা হয়।

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাআতে আদায় করে, তারপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে আল্লাহর জিকির করে, এরপর দুই রাকআত নামাজ আদায় করে তাঁর জন্য একটি হজ্জ ও একটি ওমরার সওয়াব রয়েছে'।

চাশতের সালাত

সকালের সূর্য এক বর্ষা পরিমাণ উর্ধ্বে উঠার পর যে সালাত আদায় করা হয়, তাকেই চশতের সালাত বলা হয়। আরবীতে একে বলা হয় 'সালাতুদদোহা'। পশ্চিম আকাশে সূর্য সামান্য ঢলে পড়ার আগ পর্যন্ত এটি পড়ার সময় থাকে।

চাশতের নামাজের ব্যাপারে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, 'আমার বন্ধু [নবী (সা)] আমাকে তিনটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। মৃত্যু পর্যন্ত আমি তা পরিত্যাগ করবো না। প্রথমটি হলো- প্রতি মাসে তিনদিন রোজা রাখা, সালাতুদদোহা আদায় করা এবং বিতির সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে যাওয়া'।

আওয়াবীন সালাত

মাগরিবের ফরয ও সুন্নাত পড়ার পর থেকে এশার সময় হবার আগ পর্যন্ত যে নফল সালাত পড়া হয় তাকে বলা হয় আওয়াবীনের সালাত। কিছু হাদিসে চাশতের সালাতকেও আওয়াবীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য উলামাদের মতে, চাশত এবং আওয়াবীন স্বতন্ত্র নামাজ।

আওয়াবীনের সালাত কত রাকআত পড়তে হবে তা নির্ধারিত নয়। ছয় রাকাআতের কথা হাদিসে আছে। তবে তাঁর চেয়ে বেশিও পড়া যায়।

রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ছয় রাকআত সালাত মাগরিবের পর পড়বে, যার মধ্যে আল্লাহর জিকির ছাড়া কোনো কথা বলবে না, তাহলে সে বারো বছর ইবাদতের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে’। (সহীহ ইবনে খুজাইমা, ১১৯৫)

কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদের সালাত)

তাহাজ্জুদ হলো ফরজ সালাতের পর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সালাত। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে এটি পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা বলেন, ‘যে রাত্রিকালে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাড়িয়া এবাদত করে, পরকালের চিন্তা রাখে এবং তাঁর পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে সে কি সমান তাদের ন্যায় যারা এমনটা করে না? বলুন, যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা কি এক সমান হবে পারে? চিন্তাভাবনা শুধু তারাই করে যারা মুমিন। (সূরা যুমার, ৯)

জান্নাতী মুমিনদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট হলো তারা রাত্রির শেষাংশে জাগ্রত হয় এবং কমপক্ষে দুই রাকাত সালাত আদায় করে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

তাহাজ্জুদ সালাত এশার পর থেকে রাতের যেকোনো সময় পড়া যায় তবে রাতে শেষ ভাগে (ফজরের আগে) পড়া উত্তম। তাহাজ্জুদের রাকআত সংখ্যা কোনো নির্দিষ্ট নেই। দুই রাকআত দুই রাকআত করে যত খুশি তত বার পড়া যায়।

কুসুফ (সূর্যগ্রহণ) এবং খুসুফ (চন্দ্রগ্রহণ) এর সালাত

চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হলো আল্লাহর নিদর্শন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করেন এবং তাঁর দিকে ফিরে আসার কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চই সূর্য ও চাঁদ ঢেকে যাওয়া কারও মৃত্যু অথবা জীবিত থাকার কারণ নয়। এ দুটো আল্লাহ তাআলার নিদর্শন যা দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদের ভয় দেখান। অতঃপর, তোমরা এর কোনোটি পেলে দ্রুত সালাতের দিকে অগ্রসর হও। (আবু দাউদ)

উল্লেখ্য, চন্দ্র অথবা সূর্যগ্রহণের সময় সবাই মিলে দেখতে যাওয়া, ছবি তোলা ইত্যাদি অপছন্দনীয় কাজ। যেহেতু আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করেন।

ইস্তিখারার সালাত

মুমিন যখন কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে দ্বিধায় পড়বে তখন তার উচিত দুই রাকআত নামাজ আদায় করা। রাসুল (সা.) এই নামাজ সাহাবীদের শেখাতেন, ঠিক কুরআনের সূরা শেখানোর মত। এটাকেই ইস্তিখারার সালাত বলা হয়।

রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজ শুরু করার ইচ্ছা করে তখন যেন সে দুই রাকআত নফল নামাজ আদায় করে নেয়'।

ইস্তিখারার নামাজ বার বার আদায় করা যায়। তবে, যে বিষয়কে কেন্দ্র করে ইস্তিখারা করা হয়েছে তা স্বপ্নে দেখা দিব এমন কোনো কথা নেই। বরং ইস্তিখারাকারীর উচিত হবে, শুধু আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। যদি কাজটি ভালো ভাবে সম্পন্ন হয় এটা তার জন্য কল্যান আর যদি কোনো বাধা আসে সেটাও তার জন্য কল্যানকর।

সালাতুত তাসবীহ

খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নফল ইবাদত হলো সালাতুত তাসবীহ। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.) একবার তাঁর চাচা আব্বাস (রা) কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

'হে চাচা! আমি কি আপনার কাছে আসবো না? আমি কি আপনাকে দশটি সৎ গুণের কথা বলবো না যা করলে আল্লাহ তাআলা আপনার আগের ও পেছনের, নতুন এবং পুরাতন, ইচ্ছায় ও ভুলবসত, ছোট ও বড় সকল গুণাহ মাফ করে দেবেন? আর সে ১০টি গুণ হলো- আপনি চার রাকআত সালাত পড়বেন। প্রতি রাকআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বেন। প্রথম রাকআতে যখন কিরাআত পড়া শেষ করে দাঁড়ানো অবস্থায় ১৫ বার বললেন,

'সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার'

এরপর রুকুতে যাবেন। রুকু অবস্থায় উক্ত দুআ ১০ বার পড়বেন। রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে আবারও ১০ বার পড়বেন। এরপর সিজদায় গিয়ে ১০ বার পরবেন। সিজদা থেকে উঠে আবারও ১০ বার পরবেন। আবার সিজদায় গিয়ে ১০ বার পরবেন। সবশেষে সেজদা থেকে উঠে আবারও ১০ বার পড়বেন। এ হলো প্রতি রাকাতে ৭৫ বার। এভাবে প্রতি রাকআতে করবেন। যদি আপনি প্রতিদিন এমনটি করতে না পারেন তাহলে প্রতি জুমআ তে একবার করুন। তাও যদি সম্ভব না হয় তবে মাসে একবার করুন। অথবা বছরে একবার। আর তাও যদি সম্ভব না হয় তবে জীবনে একবার করুন। (আবু দাউদ ১২৯৭)

সালাতুল হাজত

যখন মানুষের কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন দেখা দিবে তখন তার জন্য সালাতুল হাজত পড়া মুস্তাহাব।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তির আল্লাহর নিকট কোনো কিছু প্রয়োজন হবে বা কোনো মানুষ সম্পর্কিত প্রয়োজন দেখা দিবে, সে যেন উত্তম রূপে অজু করে, অতঃপর দুই রাকআত সালাত পড়ে। সালাতের পর আল্লাহর প্রশংসা ও দুরূদ পড়ে দোয়া করে।

নামায : মুমিনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল

দুনিয়ার জীবনে একজন মুমিনের সবচেয়ে বেশি আনন্দের বিষয় কোনটি?

দেখা যায়, একেক মানুষ একেক বিষয়ে আনন্দ পেয়ে থাকে। একেকজন একেক বিষয়ে আগ্রহ অনুভব করে। কেউ ভ্রমণে। কেউ ভালো কোনো খাবারে। কেউ গল্প-আড্ডায়। কেউ বই পড়ায়। কেউবা ছোট-বড় আরো নানা কাজে। এই তালিকায় জীবনধারণের জন্য আবশ্যকীয় পর্যায়ের বিষয় যেমন আছে, তেমনি আছে জীবনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বিষয়ও। কোনো ধরনের কোনো লাভ-ক্ষতি নেই- এমন বিষয় যেমন আছে, তেমনি আছে অনর্থ অপ্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ও।

মানুষের রুচি-পছন্দের এই পার্থক্য ব্যক্তিমাত্রই হয়ে থাকে। পার্থক্য হওয়াটা স্বাভাবিকও বটে।

জীবন ধারণের জন্য খাদ্যকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এই খাদ্যে পুরো দুনিয়ার মানুষের পছন্দ-অপছন্দে কত পার্থক্য! প্রত্যেকের আগ্রহে-অনাগ্রহে কত তফাত! একই মায়ের সন্তান, একই সঙ্গে বেড়ে ওঠা, একই ঘরে বসবাস। এরপরও দুজনের দুই খাবারে আগ্রহ। ভিন্ন ভিন্ন দুই বিষয়ে দুজনের আনন্দ।

এই পার্থক্যগুলো হয় কখনো ব্যক্তিগত কারণে। কখনো পারিবারিক কারণে। কখনোবা সাথী-সঙ্গী কিংবা পরিবেশগত কারণে।

সেই সূত্রেই কারো আগ্রহ ও আনন্দের বিষয় হয়ে থাকে পড়াশোনা। কারো লেখালেখি। কারো নামায, যিকির, কুরআন তিলাওয়াত ও দান সদকা!

প্রথমে শুনতে কিছুটা ব্যতিক্রম মনে হতে পারে। তবে একটু ভাবলেই বুঝে আসবে যে, এসবেও মানুষ আনন্দ পেতে পারে। এগুলোতেও মানুষের আগ্রহ থাকতে পারে। এমনকি সেই আগ্রহ-আনন্দ পাওয়াটা খুব স্বাভাবিকও বটে।

নামাযের গুরুত্ব

মুমিন হিসেবে একজন মানুষের সবচেয়ে বেশি আগ্রহের, আনন্দের ও তৃপ্তির বিষয় কী হওয়া উচিত?

প্রথমত অবশ্যই ভালো কিছু হওয়া উচিত। সত্যিকারের কাঙ্ক্ষিত বিষয় হওয়া উচিত। এরপর সেই ভালো আর কাঙ্ক্ষিত হাজার বিষয়ের মধ্যে কোন্টি তার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেটা জানার জন্য উচিত কুরআন ও হাদীসের শরণাপন্ন হওয়া।

কুরআনে মুমিন-মুত্তাকীর পরিচয় দিতে গিয়ে ঈমানের পরেই বলা হয়েছে নামাযের কথা। ইরশাদ হয়েছে-

الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ.

(মুত্তাকী তারা,) যারা গাইবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর সন্তোষজনক কাজে) ব্যয় করে। - সূরা বাকারা (২: ৩)

লক্ষ করার মতো বিষয় হল, আল্লাহ তাআলা ঈমান শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী পাঠিয়েছেন। আর নামাযের বিধান দিয়েছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঊর্ধ্বালোকে নিয়ে। সাত আসমান পার করে আল্লাহর কাছে নিয়ে এই মহান গুরুত্বপূর্ণ উপহার ও ইবাদত দান করেছেন। অন্য কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি। সুতরাং এই ইবাদত যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা বলার

অপেক্ষা রাখে না। এমনকি সেই ইবাদতেই মুমিনের বিরাট সফলতা নিহিত। সেজন্য কুরআন মাজীদে সফল মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমেই বলা হয়েছে-

الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ.

যারা নামাযে বিনয়াবনত। - সূরা মুমিনূন (২৩: ২)

এরপর আরো কয়েকটি গুণ উল্লেখ করে শেষে আবার বলা হয়েছে-

وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ.

যারা নামাযের ব্যাপারে যত্নশীল। - সূরা মুমিনূন (২৩: ৯)

আরেক জায়গায় আল্লাহ তাআলা মানুষের স্বভাব ও মেযাজ প্রসঙ্গে প্রথমে বলেছেন-

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا، اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا، وَّ اِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا، اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ،الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ.

বস্তুত মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে লঘুচিত্তরূপে। যখন তাকে কোনো কষ্ট স্পর্শ করে, সে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ে। আর যখন তাকে স্বচ্ছন্দ স্পর্শ করে তখন সে হয়ে পড়ে অতি কৃপণ। তবে নামাযী ব্যক্তিরা ছাড়া। যারা তাদের নামায আদায় করে নিয়মিত। - সূরা মাআরিজ (৭০: ১৯-২৩)

এখানে মানুষের সৃষ্টিগত দুর্বলতা ছাড়িয়ে অর্জনীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে প্রথমেই বলেছেন নামাযের কথা। এরপর বেশ কয়েকটি গুণ উল্লেখ করার পর আবার বলেছেন-

وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ، اُولٰٓئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ.

এবং যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে পুরোপুরি যত্নবান থাকে। তারাই জান্নাতে থাকবে। সম্মানজনকভাবে। -সূরা মাআরিজ (৭০ : ৩৪-৩৫)

নামাযের ফায়দা

নামাযের ফায়দা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّیْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰی لِلذّٰكِرِیْنَ.

দিনের উভয় প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম করো। নিশ্চয়ই পুণ্যরাজি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য এটা এক উপদেশ। -সূরা হুদ (১১: ১১৪)

এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, নামায বহু পাপ মিটিয়ে দেয়।

আরো ইরশাদ করেছেন-

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ.

এবং নামায কায়েম করো। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। -সূরা আনকাবূত (২৯) : ৪৫

অর্থাৎ নামায আদায় করতে থাকলে একসময় এই নামাযই মানুষকে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে।

এছাড়া আল্লাহ তাআলার নুসরত ও সাহায্য প্রার্থনার জন্য নামাযকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন-

وَ اسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ وَ اِنَّهَا لَكَبِیْرَةٌ اِلَّا عَلَی الْخٰشِعِیْنَ.

তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় সালাতকে কঠিন মনে হয়; কিন্তু তাদের পক্ষে নয়, যারা খুশূ (অর্থাৎ বিনয় ও মনোযোগ)-এর সাথে আদায় করে। -সূরা বাকারা (২) : ৪৫

এখানে ধৈর্য ও নামাযের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার নুসরত ও সাহায্যের দৃঢ় আশ্বাস পাওয়া যায়।

নামাযে অবহেলা

কুরআন মাজীদে নামাযীদের যেমন প্রশংসা করা হয়েছে, তেমনি নামাযে অবহেলাকারীদের প্রতি ধমকি ও হুঁশিয়ারীমূলক বক্তব্যও এসেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ،الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ.

ধ্বংস রয়েছে সেই নামাযীদের জন্য, যারা তাদের নামাযে গাফলতি করে। - সূরা মাউন (১০৭) : ৪-৫

এমনকি অলসতার সাথে নামায আদায়কে মুনাফিকদের পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন-

وَ اِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى.

তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় অলসতার সাথে দাঁড়ায়। -সূরা নিসা (৪: ১৪২)

সূরা মারইয়াম-এ আল্লাহ তাআলা তাঁর নিআমতপ্রাপ্ত ও নৈকট্যশীল বান্দাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করার পর বলেছেন-

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

তারপর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল এমন লোক, যারা নামায নষ্ট করল এবং ইন্দ্রিয় চাহিদার অনুগামী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতার পরিণামের সম্মুখীন হবে। -সূরা মারইয়াম (১৯: ৫৯)

হাদীস শরীফে নামায প্রসঙ্গ

হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নামাযের কথা বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ.

দ্বীনের প্রধান বিষয় হল ইসলাম। এর খুঁটি হল নামায। আর তার উচ্চচূড়া হল জিহাদ। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬১৬

এখানে নামাযকে বলা হয়েছে ইসলামের খুঁটি। যেকোনো অবকাঠামোর ক্ষেত্রে খুঁটির গুরুত্ব কতটুকু তা খুব সহজেই অনুমেয়।

মোটকথা, ঈমানের পর নামাযই প্রথম। যেজন্য কুরআন-হাদীসে ঈমানের পর সর্বপ্রথম নামাযেরই উল্লেখ বারবার। আখেরাতেও সর্বপ্রথম বিষয় নামায। হাদীস শরীফে এসেছে-

কিয়ামতের দিন বান্দার আমলগুলোর মাঝে সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে নামাযের। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৪১৭; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৪৬৬

বোঝা গেল, দুনিয়াতে যেমন, তেমনি আখেরাতেও নামাযের বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি এ বিষয়ে চূড়ান্ত সতর্কতা উচ্চারণ করে বলা হয়েছে-

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ.

নিশ্চয় একজন মানুষ ও কুফর-শিরকের মাঝে পার্থক্যরেখা হল নামায।

- সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮২

এ আমলে অবহেলা যেমন বড় অন্যায়, যথাযথ আদায়ে নেকী ও প্রাপ্তিও অনেক বড়। এর মাধ্যমে বান্দার গোনাহ ধুয়ে-মুছে যায়। ইরশাদ হয়েছে-

مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ.

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্ত হল তোমাদের কারো (ঘরের) দরজার সামনে দিয়ে প্রবাহিত বড় নদীর মতো। যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে।

-সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৬৪

হাদীসটি অন্যত্র আরো বিস্তারিতভাবে আছে। তাতে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, এভাবে পাঁচবার গোসল করলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে? পারে না। তারপর বলেছেন-

فَإِنَّ الصَّلَاةَ تُذْهِبُ الذُّنُوبَ كَمَا يُذْهِبُ الْمَاءُ الدَّرَنَ.

নিশ্চয় নামায গোনাহসমূহকে তেমনিভাবে দূর করে দেয়, যেমন পানি শরীরের ময়লা দূর করে দেয়। - সুনানে নাসায়ী, হাদীস **১৩৯৭**

অর্থাৎ নিয়মিত নামায পড়তে থাকলে নামাযী হবে পবিত্র ও গোনাহমুক্ত। তবে কবীরা গোনাহ হলে অবশ্যই তাওবার মাধ্যমে ক্ষমা চাইতে হবে। ইরশাদ হয়েছে-

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমা থেকে আরেক জুমা এবং এক রমযান থেকে আরেক রমযান- মধ্যবর্তী সকল গোনাহকে মিটিয়ে দেয়। কবীরা গোনাহ ছাড়া। - সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৩

সাহাবীদেরকে নামাযে উৎসাহদান

হযরত রাবীআ ইবনে কা‘ব আলআসলামী রা. বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রাত্রি যাপন করলাম। তখন আমি তাঁর কাছে ওযুর পানি ও প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, আমার কাছে কোনো কিছু চাও।

আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সঙ্গ কামনা করছি।

তিনি বললেন, এছাড়া অন্য কিছু?

আমি বললাম, এটাই চাই। তিনি বললেন-

فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُود.

তাহলে অধিক পরিমাণে সিজদা (তথা নামায) আদায়ের মাধ্যমে এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৮৯

অর্থাৎ সিজদা ও নামায আদায়ের মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেতে থাকে।

একবার সাওবান রা.-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلهِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً.

বেশি পরিমাণে আল্লাহ তাআলাকে সিজদা কর। নিশ্চয় তুমি একবার আল্লাহ তাআলাকে সিজদা করলে তিনি তোমার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি গোনাহ ক্ষমা করে দেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৮৮

নবীজীর নামায

আম্মাজান আয়েশা রা. বলেন-

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ :لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ :أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামায পড়তেন। (এত দীর্ঘ নামায পড়তেন যে,) তাঁর উভয় পা ফুলে যেত। তখন আয়েশা রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এমন (এত কষ্ট) করেন কেন? আল্লাহ তাআলা তো আপনার পূর্বাপর সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন!

তিনি বললেন, আমি কি শোকরগুযার বান্দা হতে চাইব না?

-সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৩৭

এছাড়া যখনই তিনি গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। বর্ণিত হয়েছে-

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ،صَلَّى.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হতেন নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। - সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩১৯

নামাযে তিনি যে শান্তি ও তৃপ্তি পেতেন সেকথাও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলতেন-

يا بلالُ، أقِمِ الصَّلاةَ، أرِحْنا بها.

বেলাল! নামাযের ব্যবস্থা কর। নামাযের মাধ্যমে আমাকে প্রশান্ত কর। - সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৮৫

সর্বোপরি তিনি বলেছেন-

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে নামাযে। - সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৩৯৪০

সাহাবায়ে কেরামের কাছে নামাযের গুরুত্ব

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযকে যেমন গুরুত্ব দিতেন, নামাযের প্রতি যেমন আগ্রহ ও অনুরাগ পোষণ করতেন সাহাবায়ে কেরামের অবস্থাও ছিল তেমনি। নামাযকে তারা মনেপ্রাণে ভালবাসতেন। নামাযকে জীবনের শ্রেষ্ঠ আমল মনে করতেন। তাঁরা মনে করতেন, নামায ঠিক থাকলে অন্যান্য কাজকর্ম ঠিক থাকবে। নামাযে ত্রুটি থাকলে অন্যান্য কাজকর্মেও ত্রুটি ও অবহেলার আশঙ্কা থাকবে।

আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রা. একবার ইসলামী খেলাফতের বিভিন্ন শহরে নিযুক্ত দায়িত্বশীলদের উদ্দেশে ফরমান পাঠালেন। সেখানে লিখলেন-

لِمَا فَهُوَ ضَيَّعَهَا وَمَنْ دِينَهُ حَفِظَ عَلَيْهَا وَحَافَظَ حَفِظَهَا مَنْ الصَّلَاةُ عِنْدِي أَمْرِكُمْ أَهَمَّ إِنَّ
أَضْيَعُ سِوَاهَا.

আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নামায। যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হবে এবং গুরুত্বের সাথে নামায আদায় করবে সে তাঁর দ্বীনকে হেফাযত করবে। আর যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করবে (নামাযের ক্ষেত্রে অবহেলা করবে) সে অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে অধিক নষ্টকারী (অবহেলাকারী) হয়ে থাকবে। - মুয়াত্তা মালেক, বর্ণনা ৬

তাবিয়ীন ও তাবে তাবিয়ীন যুগে

সাহাবায়ে কেরাম থেকে দ্বীন শিখেছেন তাবিয়ীনে কেরাম। সাহাবায়ে কেরামকে দেখে দেখে তারা তাদের জীবন সাজিয়েছেন। তাঁদেরকে অনুসরণ করে করে জীবন গড়েছেন। তাই সাহাবায়ে কেরামের ছাপ ফুটে উঠেছে তাবিয়ীনে কেরামের মাঝে। জীবন যাপনের বাহ্যিক বিষয়াশয়ের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি আকীদা-বিশ্বাস ও আমল-ইবাদতের ক্ষেত্রেও।

বিখ্যাত তাবিয়ী সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব রাহ. সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে-

مَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلا وَسَعِيدٌ فِي الْمَسْجِدِ.

চল্লিশ বছর ধরে অবস্থা এমন ছিল যে, আযান হচ্ছে আর সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব (৯৪ হি.) রাহ. মসজিদে নেই- এমনটি ঘটত না। -হিলইয়াতুল আউলিয়া ২/১৬৩; কিতাবুস সিকাত ইবনে হিব্বান ৪/২৭৪

ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রাহ. বলেন-

كَانَ الأَعْمَشُ قَرِيْباً مِنْ سَبْعِيْنَ سَنَةً لَمْ تَفُتْهُ التَّكْبِيْرَةُ الأُوْلَى.

প্রায় সত্তর বছর যাবৎ আ‘মাশ রাহ. (১৪৮ হি.)-এর তাকবীরে উলা ছোটেনি। -তারীখে বাগদাদ ১০/৫, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৬/২২৮

ফিকহে হানাফীর বড় একজন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সামাআ রাহ. (২৩৩ হি.) বলেন-

مَكَثْتُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً لَمْ تَفُتْنِي التَّكْبِيرَةُ الأُوْلَى، إلاَّ يوما واحدا ماتت فيه أمي ففاتتني صلاة واحدة في جماعة.

চল্লিশ বছর যাবৎ আমার তাকবীরে উলা ছোটেনি, একদিন ছাড়া; সেদিন আমার মায়ের ইন্তিকাল হয়। তাই এক ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করতে পারিনি। -তারীখে বাগদাদ ৫/৩৪৩, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৬৪৬

নামাযের ব্যাপারে এমনই ছিলেন আমাদের সালাফে সালিহীন। নামাযের ব্যাপারে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ইসলামে। তাই আমাদের জীবনেও নামাযের বিষয়ে এমন যত্ন ও গুরুত্ব থাকা উচিত।

নামায যেন হয় আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ আমল এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন, আমীন।

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111544860/